সুশান্ত দাসের কিছু অনুবাদ কবিতার আলোচনা

-ড. ইমন ভট্টাচার্য (অধ্যাপক)

একজন কবির উচ্চারণ মূলতঃ নিজের সঙ্গে কথা বলা।নিজের কাছেই তার শেষ দায়।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বারবার বলতেন 'Poetry is the social work of a solitary person.'

সুশান্ত দাসের 'বেহালার দাদাগিরি' কবিতা বই এর ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে বলতে চাই এমন কিছু কথা, যা এই কবির সলিটারি ভাবটাকে ধরতে পারে।যেমন 'The Rain' কবিতা।

তিনি বলছেন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।সেই সঙ্গে তার চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়ে আসছে।বৃষ্টির সঙ্গে তার স্মৃতির গূঢ় যোগাযোগ।বৃষ্টির শব্দ, গন্ধ স্মৃতিতাড়িত।হয়ত তাই ঝাপসা হয়ে আসছে চশমার কাঁচ।

রেনের সঙ্গে পেইনের একটা যোগাযোগ আছে।Pain কে মিলিয়েছেন তিনি Rain এর সাথে এবং এই ছন্দোমিলে একটি কোমল বিষাদ লুকিয়ে আছে।

প্রকৃতির আঁচল থেকে তিনি শাহরিকতা দিকে চলে যান।কবীর সুমন লিখেছিলেন

"এসো করো স্নান, নবধারাজলে
বলবে কে আর,
বাইরে বৃষ্টি, নোংরা জল ময়লা দেদার।"
সেই দেদার নোংরা জলের শহরেই সেলিমপুর, ভিক্টোরিয়ায় তিনি বৃষ্টি ধরতে চান, হতে চান অভিযাত্রী।

সেই কারণেই 'Miles to go' কবিতায় তিনি বলেন, 'Still many miles to go'। এখনও মাটির কাছে, দুঃখিনী মায়ের কাছে, গ্রামের দরিদ্র, সমস্যাকীর্ণ মানুষের কাছে হেঁটে যাওয়া বাকি।

Song of Rain কবিতায় তিনি খুঁজে পান 'Mystic Rain' বা মরমী কবিতাগুচ্ছকে।টিনের ওপর বৃষ্টির শব্দে তিনি খুঁজে পান আনন্দ।ভেজা নিম গাছ, বৃষ্টির গান- এই

সবকিছুকেই আঁকেন একদম আমাদের রোজকার দৃশ্যাবলীর মতো।সোঁদা মাটি, ঘাস আর রহস্যময় বৃষ্টির গন্ধে ভরে ওঠে চরাচর, পাঠকও স্বস্তির, আনন্দের নিঃশ্বাসে।অমিয় চক্রবর্তীর "কেঁদেও পাবে না তাকে বৃষ্টির অজস্র জলাধারে"-র উল্টো এই অভিব্যক্তি। বিষাদের ধূসরিমা থেকে সিক্ত ঘাসপাতার তরতাজা ভাবে এই উত্তরণ।

এই উত্তরণের সূত্র ধরেই একাকী উচ্চারণ, একাকীর উচ্চারণ সমাজবৃত্তে আসে।আশেপাশের নানান মানুষের দুর্ভোগ তাকে পীড়িত করে। 'Her Story' কবিতায় যে মেয়ের কথা তিনি বলেছেন, সে কাজ করে মধ্যবিত্ত, ধনী পরিবারগুলোতে।খাটে সারাদিন।বরের মদ খাওয়ার পয়সাও যোগায়।তারপরও সে "Light a candle and scratches A-B-C-D on the black slate"।রাত্রির কালো অন্ধকারের মতো কালো স্লেটে সে নিজের চেষ্টা করে যায়।এ এক লড়াইয়ের গল্প।

'Return Gift to Dad' কবিতায় তিনি দেখান এক সর্বংসহা পরিশ্রমী বাবাকে, যিনি লড়ে চলেছেন আজীবন সংগ্রামের লড়াই।কিন্তু তার পরের প্রজন্ম তার প্রতি ফিরিয়ে দেয় অবজ্ঞা। দেখার বিষয় অবজ্ঞাকারীর কাছেও অবজ্ঞা ফিরে আসে। এইভাবেই একটি চক্র বা Poetic Justice দেখান কবি, যা আমাদের সমাজদৃষ্টি খুলে দেয়।

তাই এই অবজ্ঞা, অন্যায্যতা, শোষণ দেখে তিনি হাজির হন নিজেরই বিবেকের দরবারে। লেখেন 'What will I write'।

"Through the day and all though
the night
about nature,love,life
What will I write."

সাধারণ মানুষের কথা, যে মানুষের কথা।যে বৃদ্ধ ভিক্ষা চাইছে, যে চা-ওয়ালা শেষ অবধি জীবনসংগ্রামে পেরে ওঠেননি।এদের নিয়েই তিনি লিখতে চান, কিন্তু এত কিছু দেখার পরও লেখা কী যায়, লেখা কী উচিত- সেই প্রশ্নে এনে দাঁড় করেন কবি- "What will I write"।

এই বইএর অনুবাদগুলি তাই মূল লেখার অনুগত।কোনো ক্ষেত্রে 'Rain' শব্দটির আগে 'Mystic' বিশেষণটির আশ্চর্য কবিতা মূলানুগ থেকেই অনুবাদকর্মটি আরও উজ্জ্বল করেছে।